দৈনিক সংবাদ

FEB 17 2002

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ... ৩ ...

চন্দ্রগঞ্জ কফিলউদ্দিন ডিগ্রি কলেজ

অধ্যক্ষ না থাকায় প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ লেখাপড়া বিঘ্নিত

লক্ষ্মীপুর থেকে জেলা বার্তা পরিবেশক ঃ সদর উপজেলার অন্যতম চন্দ্রগঞ্জ কফিল উদ্দিন ডিগ্রি কলেজে দীর্ঘ ৪ মাস অধ্যক্ষের পদ শূন্য থাকায় কলেজের প্রশাসনিক কার্যক্রমসহ ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে।

গত বছর ৩০শে সেপ্টেম্বর কলেজের অধ্যক্ষ লুৎফুল করিম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেন। তিনি কলেজটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একটানা ২৯ বছর অত্যন্ত দক্ষতা ও সততার সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালনা করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছেন। তার আকস্মিক মৃত্যুর পর উপাধ্যক্ষ বর্তমান অধ্যক্ষের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। উপাধ্যক্ষের প্রশাসনিক দক্ষতা না থাকায় কলেজ পরিচালনার ক্ষেত্রে সঙ্কট দেখা দিয়েছে।

অধ্যক্ষ নিয়োগ করতে কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি জেলা প্রশাসক কর্তৃক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি মোতাবেক প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাসহ ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সুদক্ষ একজন অধ্যক্ষের জন্য পরপর দু'বার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর ওই কলেজের উপাধ্যক্ষ, নিহত অধ্যক্ষের স্ত্রী প্রভাষিকাসহ কলেজের ৩ জন এবং আরো ৬টি আবেদনসহ ৯টি আবেদন জমা পড়েছে।

কিন্তু বিজ্ঞপ্তির শর্ত মোতাবেক কারো ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা নেই বলে কলেজের একটি সূত্র মোতাবেক জানা গেছে। ফলে অধ্যক্ষ নিয়োগ ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসক কোন ইন্টারভিউ তারিখ দিচ্ছেন না। দীর্ঘ ৪ মাস অধ্যক্ষের পদটি শূন্য থাকায় কলেজের ৫ হাজার ছাত্রছাত্রীর লেখাপড়াসহ প্রশাসনিক কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে।

অবিলম্বে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবক মহল জরুরি ভিত্তিতে বিধিমোতাবেক এক সুদক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন অধ্যক্ষ নিয়োগ করতে জেলা প্রশাসকের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।